রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩৯৩—বরেণ্য কবি ও স্থপতি জনাব রবিউল হুসাইন গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

২। জনাব রবিউল হুসাইনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে গত ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

বরেণ্য কবি ও স্থপতি জনাব রবিউল হুসাইন গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

জনাব রবিউল হুসাইন ১৯৪৩ সালে ঝিনাইদহে জন্মগ্রহণ করেন। কুষ্টিয়া থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি (বর্তমান বুয়েট) থেকে স্থাপত্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব রবিউল হুসাইন একজন স্থপতি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর স্থাপত্য-নকশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ফটক; ভাসানী হল; বঙ্গবন্ধু হল; শেখ হাসিনা হল; ওয়াজেদ মিয়া সায়েন্স কমপ্লেক্স; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম ও একাডেমিক ভবন কমপ্লেক্স প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে তাঁর মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর।

ব্যক্তিগত জীবনে অমায়িক, পরোপকারী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্তরঙ্গ সহযোগী রবিউল হুসাইন কবিতাচর্চায় যুক্ত হয়েছিলেন ষাটের দশকে। নিরেট গদ্যে তিনি কবিতার জাদু সঞ্চার করার ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় নগরজীবনের নেতিবাচকতার প্রাধান্য থাকলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন আশাবাদী জীবনবোধে উজ্জীবিত একজন মানুষ।

ছাত্রাবস্থায় জনাব রবিউল হুসাইনের বেশ কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস মিলিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—'কী আছে এই অন্ধকারের গভীরে'; 'আরও উনত্রিশটি চাঁদ'; 'স্থিরবিন্দুর মোহন সংকট'; কর্পূরের ডানাঅলা পাখি'; 'আমগ্ন কাটাকুটি খেলা'; 'বিষুবরেখা; 'দুর্দান্ত'; 'অমনিবাস'; কবিতাপুঞ্জ'; 'স্বপ্নের সাহসী মানুষেরা'; যে নদী রাত্রির'; 'এইসব নীল অপমান'; 'অপ্রয়োজনীয় প্রবন্ধ'; 'দুরন্ত কিশোর'; বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি'; 'নির্বাচিত কবিতা'; 'গল্পগাথা'; 'ছড়িয়ে দিলাম ছড়াগুলি' প্রভৃতি।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জনাব রবিউল হুসাইনের আস্থা ছিল গভীর। স্থাপত্যকলা অধ্যয়ন ও চর্চার পাশাপাশি চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে তাঁর সমালোচনামূলক রচনা বিশেষভাবে নন্দিত হয়েছে। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাধীন ভূখণ্ডে জীবন গড়ে তোলার সাধনা, ব্যক্তি জীবনের আনন্দ-বেদনার ছাপ ইত্যাদি তাঁর রচনায় হয়েছে পরিস্ফুট।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবিউল হুসাইন মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সকল নাগরিক আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

পেশা স্থাপত্যশিল্প হলেও জনাব রবিউলের সম্পৃক্ততা ছিল বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পালন করেছেন। এ ছাড়া, তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা, জাতীয় কবিতা পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রিটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্ণাঢ্য জীবনে জনাব রবিউল হুসাইন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার'; 'কবিতালাপ সাহিত্য পুরস্কার'; 'জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার' এবং 'সার্চ পুরস্কার (শ্রীলংকা)। এ ছাড়া ভাষা ও সাহিত্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৮ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

জনাব রবিউল হুসাইনের মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য, সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং স্থাপত্যশিল্পে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো।

মন্ত্রিসভা জনাব রবিউল হুসাইনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd